তারিখ ... 13 APR 2014 ...
পৃ ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীরা কি 'আদুভাই' হবে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলাগুলোয় ছড়িয়ে থাকা প্রায় দুই হাজার কলেজের ১৩ লাখের মতো শিক্ষার্থী। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের চাপ কমানোর জন্যই এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে উদ্দেশ্য খুব ভালো ছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন লেট- সময়মতো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয় না, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ হয় না। শনিবার সমকালে 'পাস করতেই পার চাকরির বয়স!' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষাজীবন থেকে দুই-তিন বছর ঝরে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সময়মতো গ্রহণ এবং দ্রুত ফল প্রকাশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ সুফল দিতে শুরু করেছে। শিক্ষাজীবনের পরবর্তী ধাপগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানটির ওপর, সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ। এখানে শিক্ষার্থীরা সেশনজটে আটকা পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে এবং অপচয় হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়ের। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশের সর্বত্র আদুভাই তৈরি করছে'- শিক্ষার্থীদের এমন অভিযোগের কী জবাব দেবেন সংশ্লিষ্টরা? শিক্ষাজীবন বিলম্বিত হওয়ায় কর্মজীবন শুরু হতেও বিলম্ব ঘটছে এবং দেশ বঞ্চিত হচ্ছে তারুণ্যের 'কোয়ালিটি টাইমের' শ্রম, মেধা ও সৃজনশীলতা থেকে। এ ধরনের অপচয়ে যে ক্ষতি তা কোনোভাবেই পূরণ হওয়ার নয়। স্কুল ও কলেজে যারা সহপাঠী ছিল, তাদেরই একটি অংশ পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে কর্মজীবনে যাচ্ছে, কিন্তু প্রায় দুই হাজার কলেজের লাখ লাখ শিক্ষার্থী অনার্স শ্রেণীতে ক্লাসই শুরু করে এক বছর দেরিতে। গত বছরের ৩ আগস্ট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু কলেজগুলোয় এখন পর্যন্ত অনার্সের ক্লাস শুরুই সম্ভব হয়নি। ডিগ্রি পাস কোর্সের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে এ স্তরের শিক্ষা অনেকটাই মূল্যহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এই কোর্স তিন বছর মেয়াদি। কিন্তু শিক্ষার্থীদের নিয়ে কারও যেন মাথাব্যথা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অবলীলায় বলে দেন, 'প্রশ্নপত্র ছাপতে দেরি হওয়ার কারণে পরীক্ষা নিতে দেরি হয়। একই শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা দেখেন। ফলে ফল প্রকাশে দেরি হয়।' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের যুক্তি কোনোভাবেই দিতে পারে না। সমস্যা যখন চিহ্নিত, তখন সমাধান অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করে, অবশ্যই কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যথার্থই বলেছেন, গতানুগতিক পন্থায় এর সমাধান মিলবে না। কিন্তু কী ধরনের পন্থা অনুসরণ করলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো আর আদুভাই তৈরির কারখানা হিসেবে গণ্য হবে না, সেটা কিন্তু তাদেরই বলতে হবে। তবে পদক্ষেপ যা-ই গ্রহণ করা হোক না কেন, শুরুতেই দরকার সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে সমন্বয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন- প্রতিটি পর্যায়েই এটা থাকতে হবে। লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে এ ধরনের ছিনিমিনি কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যায় না।